গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে না পেরে বেদারুল ইসলাম নামের এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজের অধ্যক্ষেরব কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অধ্যক্ষর মূল ফটোকে তালা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তালা খুলে দেন। তালা দেয়াকে কেন্দ্র করে কলেজে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম বলেন, সকালে কলেজে গিয়ে কার্যালয়ের সামনে তালা ঝুলতে দেখতে পাই পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ শিক্ষকবৃন্দকে অবগত করি। পরে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কলেজে আসার পর তালা খুলে দেওয়া হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের অভিভাবক সদস্য সাবেক কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম জানান, আমরা জানতে পেরেছি সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে চেয়েছিলেন সেটি না পেরে তিনি কলেজে তালা দিয়েছেন।

সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তিনি তালা খুলে দিয়েছেন চাবি কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।

সহকারী অধ্যাপক বেদরুল ইসলাম তালা দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ: আনোয়ার হোসেন বলেন তালা মারার বিষয়টি শুনেছি বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এহেন কোন কর্মকান্ডের জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা জানান, গত ৩০শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম অবসরে যান।

এর আগে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিষয়টি মানতে না পেরে সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম কলেজে তালা দিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল

একাধিক অভিযোগে কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজের অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল, গণস্বাক্ষর, জুতা নিক্ষেপসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তারা এসব কর্মসূচি পালন করেন।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. শেখ মো. আমানুল্যাহ। তিনি যোগদানের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষক, কর্মচারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নানা অভিযোগ ছিল। এসব অভিযোগ বারবার তাঁকে অবহিত করা হলেও তিনি কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেননি। এ কারণে বেশ কিছুদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। পাশাপাশি গণস্বাক্ষর গ্রহণ, অধ্যক্ষের নামের ওপর জুতা নিক্ষেপসহ একাধিক কর্মসূচি পালন করেন তারা। এসময় কলেজের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দিয়ে দুই দিনের সময় চান।

কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র হাবিবুর রহমান বলেন, অধ্যক্ষ আমানুল্যাহ যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন অনিয়ম করে আসছেন। তিনি ছিলেন শাহবাগী ব্লগার এ নিয়ে তিনি একটি বইও লিখে প্রকাশ করেছেন। তিনি কলেজের ছাত্রী ও ম্যাডামদের বোরখা নিয়ে কটূক্তি করেন,

এমনকি নবী, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে নিয়েও মন্তব্য করেন। এসব বিষয়ে তাঁকে বারবার জানানো হলেও তিনি আচরণ পরিবর্তন করেননি। তাই আজকের আন্দোলন।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষকরা আমাদের দাবির বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। দুই দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। দাবিপূরণ না হলে আন্দোলন চলবে।

এসময় কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী আলী হাসান, ফায়েজ আহম্মেদ, ইমন হোসেনসহ প্রায় ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী বিক্ষোভে অংশ নেন। তাদের হাতে ছিল অধ্যক্ষকে অপসারণের প্ল্যাকার্ড, মুখে ছিল স্লোগান। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে কলেজ ক্যাম্পাস।

কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বলেন, অধ্যক্ষ বিবাহ প্রথায় বিশ্বাসী নন, বহু কামিতায় বিশ্বাসী এ নিয়ে প্রতিবাদ করেও কোনো ফল হয়নি। তিনি ছাত্রী ও ম্যাডামদের বোরখা নিয়ে কটূক্তি করতেন এবং বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে নিয়েও মন্তব্য করতেন। শাহবাগ আন্দোলনের সময় তিনি ব্লগার ছিলেন এবং এ বিষয়ে একটি বই লিখে ২০২৪ সালে প্রকাশ করেন। এসব কারণে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ ছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের বিক্ষোভ।

তিনি আরও বলেন, অধ্যক্ষসহ তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের অপসারণের দাবিও শিক্ষার্থীরা তুলেছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দুই দিনের সময় নেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে অধ্যক্ষ শেখ মো. আমানুল্যাহর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলেও ফোন বন্ধ থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, আমি আজই যোগদান করেছি। বিষয়টি আমার জানা নেই। তারপরও খোঁজ নিয়ে দেখছি কী ঘটেছে।

দামুড়হুদায় অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীনের বিদায় সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ

দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীনের বিদায় সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বেলা ১১টায় কলেজের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদায়ী সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোছা. রেহেনা কুল। প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি মো. রফিকুল হাসান তনু।

প্রধান অতিথি মো. রফিকুল হাসান তনু বলেন, ১৯৯৪ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করতে আমরা কয়েকজন যুবক বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাঁশ সংগ্রহ করেছি। আজ কলেজটির অগ্রগতি দেখে মনে হয় আমাদের সেই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। কলেজকে প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রেখেছেন আমাদের বিদায়ী অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীন। তিনি নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করেছিলেন। আমরা তার অবসর জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করি।

প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ জিন্নাত আলী, কার্পাসডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. হামিদুর ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. জাহিদুল হাসান, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক ফাহমিদা রহমান, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এসএম. ওয়াজেদুল হাসান এবং গভর্নিং বডির সদস্য আশাবুল হক, জাহাঙ্গীর আলম, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিদায়ী অতিথি ও তার পরিবারকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট এবং পুরস্কার প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গার অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তারের স্বরণসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার অতিপরিচিত মুখ অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তারের স্বরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল ১০ টার সময় বড় বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রগতি তরুণ সংঘের উদ্যোগে এই স্বরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তারের মৃত্যুতে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, কবি-সাহিত্যিক, বাউল সাধু, এলাকার গুনীজনদের নিয়ে এই স্বরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার গত ১২ তারিখে ঢাকা নিউরো সায়েন্স হসপিটালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গত সোমবার বাদ আসর জানাজা শেষে দাফনকাজ সম্পন্ন হয়।

অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তারের ভাই কোরবান আলির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, সামসুর রহমান বাবলু। প্রধান অতিথি ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনিস উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কাইসার আহম্মেদ বাবলু, হাটবোয়ালিয়া গার্লস স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক গালস ফজলুর হক জোয়ার্দার, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক প্রাধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম, হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মতিউল হুদা, হাটবোয়ালিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শরিফুজ্জামান লাকী, হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান, সমাজ সেবক জিনারুল ইসলাম, কবি সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ।

মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আর নেই

মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তিনি সদর উপজেলার আমঝুপি দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা।

শনিবার সকাল ৮টার দিকে জাতীয় নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। সপ্তাহখানেক আগে তিনি ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তাকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে ঢাকার নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৩ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম আব্দুল জলিল আমঝুপি এলাকায় শিক্ষাবিদ ও দানশীল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন।

শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় আমঝুপি মাদ্রাসা সংলগ্ন করবস্থানের পাশে জানাযা শেষে দাফন করা হবে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিনের মায়ের ইন্তেকাল

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর মা জাহানার বেগম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:ম্বাস ত্যাগ করেন। তিনি গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের প্রয়াত শিক্ষক আকবর আলীর স্ত্রী। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিলো ৭৪ বছর। তিনি চার ছেলে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

গাংনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সনদ ও অর্থ আত্মসাতের তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান চালিয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে ভুয়া শিক্ষাগত সনদ ও বয়স জালিয়াতি করে পদে বহাল থাকার অভিযোগসহ অর্থ আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে বলে জানিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা।

আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) দুপুর ১২টার দিকে দুদক কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সময় কলেজের বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন দুদক কর্মকর্তারা।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ পদে বহাল রয়েছেন। এছাড়া কলেজের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাৎ করারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্ত চালাতে কলেজে যায় দুদকের একটি দল। অভিযান চলাকালে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজে উপস্থিত ছিলেন না। তবে অভিযানের সময় কলেজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং অনেক শিক্ষক-কর্মচারী দুদক কর্মকর্তাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন বলে জানান তারা।

দুদকের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদ বলেন, “আমরা কমিশনের আদেশে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অভিযান পরিচালনা করেছি। কলেজের অধ্যক্ষ

খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে জন্ম সনদ, সার্টিফিকেট জালিয়াতি ও কলেজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। অধ্যক্ষ ছুটিতে থাকায় আজ তাঁকে কলেজে পাইনি। তবে আমরা সমস্ত কাগজপত্র চেয়েছি। কিছু হিসাব চেয়েছি, যেগুলো তিনি দিতে পারেননি, পরে দিবেন বলে জানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে অর্থ আত্মসাতের সত্যতা মিলেছে। পরবর্তীতে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. আনোয়ারুল করিম আর নেই

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও লালন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আনোয়ারুল করিম ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আজ শনিবার (৩১ মে) দুপুর ১২টায় ঢাকার ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ড. আনোয়ারুল করিম বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গবেষণায় অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন একজন নিরহংকারী শিক্ষক ও সমাজসেবক, যাঁর জ্ঞানের আলোর স্পর্শে শিক্ষার্থীরা আলোকিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ৩টায় তাঁর মরদেহ ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে। তাঁর কন্যা দেশবাসীর কাছে বাবার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কামনা করেছেন।

ঝিনাইদহে অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ, পদত্যাগে বাধ্য করলেন শিক্ষার্থীরা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শোয়াইব নগর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদাকে তার অফিস কক্ষে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ রেখে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

রবিবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সে সময় মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে।

জানা যায়, গত ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার মাদরাসার কম্পিটার ল্যাবটি ভাড়া দেওয়া হয়। ওই সময় ল্যাবে ভাড়া নেওয়া প্রশিক্ষনার্থীরা নাচ-গান করে। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসায় নাচ-গানের ভিডিও ছড়িয়ে পড়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করে।

পরে রবিবার সকালে মাদরাসা খোলা হলে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবি করে। পরে অধ্যক্ষের কক্ষে ভেতর থেকে দরজা আটকিয়ে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রেখে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। তখন কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম মাদরাসায় উপস্থিত হয়ে অফিস কক্ষের দরজা খোলার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। পরে বাধ্য হয়ে দুপুর ২টার দিকে জেলা প্রশাসক বরাবর লেখা পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করার পর নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদা।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেদারুল ইসলাম বলেন, একজন অধ্যক্ষকে এভাবে জোরপূর্বক পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করে নেওয়া কাম্য নয়। আমি শিক্ষার্থীসহ ওই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরতদেও আমার কার্যালয়ে ডেকেছি। আশা করি এর একটা সুরহা করতে পারবো।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষকে বিদায়ী সংবর্ধনা

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ ও শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি কর্ণেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ানকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদায়ী সভাপতি কর্ণেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ান।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, ক্যাডেট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শফিক উদ্দিন, এ্যাডজুট্যান্ট সরফরাজ নেওয়াজ, মেডিকেল অফিসার মেজর ডা: নুরুজ্জামান তুর্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আব্বাস উদ্দিন, শিশু কুঞ্জ স্কুলের শিক্ষক মৃনালিনী সরকার, মিজানুর রহমান।

আলোচনা সভার শুরুতে সভাপতিকে সংবর্ধণা প্রদাণ করা হয়। এর আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা দেওয়া হয়।